নারী স্বাধীনতার বাস্তবধর্মী ধারণা।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেনী হলো জ্ঞানী, কিন্তু স্বার্থপর। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে লুটেরা শ্রেনীর সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। তবে লুটেরাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করতে মধ্যবিত্তের যে অংশ ঘৃণা বোধ করেন, তারা বিদ্যমান সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী, কিন্তু তাদের একটি অংশ সমাজ বিবর্তনের বিদ্যমান বাস্তবতা বুঝে সমাজ পরিবর্তনের যথাযথ পদক্ষেপ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন। বিবেচনা ব্যর্থতার মূল কারণ হলো দু'টি, যথাঃ- (১) থিউরী ও প্রাকটিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থতা, (২) শ্রমজীবি মানুষের সাথে বিচ্ছিন্নতা।

নারী স্বাধীনতা হলো আপেক্ষিক, সময় ও সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজিক ধারণা ও কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, যা সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের সাথে যুক্ত। উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সাথে সমাজ বিবর্তন ঘটে, ফলে সামাজিক কাঠামো ও ধারণার পরিবর্তন হয়। ফলশ্রুতিতে নারী স্বাধীনতার ধারণার পরিবর্তন ঘটে। সামান্তবাদী যৌথ পরিবারে নব বিবাহিত বৌ এর উপর শ্বাশুরী ও ননদের আচার-আচরণ দেখে কেউ কেউ নারীকে নারীর শত্রু হিসাবে উপস্থাপন করেণ। আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতা, স্বামী ও পুত্রের সাথে নারীকে দেখে কেউ কেউ নরকে নারীর শত্রু মনে করেণ। স্বামী ছাড়া পিতা ও পুত্রের সাথে নারীর সরাসরি রক্তের সম্পর্ক। অতএব পিতা ও পুত্রকে শত্রু ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়।

নারী স্বাধীনতা বিষয়টি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া, যা এক কথায় সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করা যায় না। তবে বহু নারীগামীতে পুরুষের যে স্বাধীনতা বিরাজ করছে, তা দেখে বহু পুরুষগামীতার মধ্যেই নারীর স্বাধীনতা অনেকে খোঁজে বেড়াচ্ছেন। তারা ভুলে যান নারী সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা পুরুষের মধ্যে অনুপস্থিত। সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভর করছে নারী কর্তৃক সৃষ্ট সন্তানের লালন-পালন এবং নর ও নারী কর্তৃক সৃষ্ট পরিবারের সম্পদের অংশীদারিত্ব এবং এরই উপর নির্ভর করছে নারীর স্বাধীনতা।

তাই ধনী পরিবারের চেয়ে পুজিবাদী উন্নত সমাজে আর্থিক ভাবে অসচ্ছল পরিবারের নারীরা অধিক হারে যৌন হিংস্র আচরণ ও তালকের শিকার এবং নিজ ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বহু পুরুষগামীতায় বাধ্য হচ্ছেন। পুজিবাদী উন্নত সমাজে যৌন সঙ্গী নির্বাচনে নারী তার স্বাধীনতা অর্জন করলেও সিংহভাগ নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছে। পিতৃহীন একক

মাতার পক্ষে সন্তান লালন-পালন কতটা কষ্টকর তা ভুক্তভোগীই উপলব্দি করতে পারেন। নারীর সঙ্গী পুরুষটিও যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, তা অনেকেই বুঝতে চায় না। অতএব নারীর শত্রু নারী বা পুরুষ নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থ্যাৎ সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক। তাই সামাজিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা শ্রমজীবি মানুষের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত নারী মুক্তি সম্ভব নয়।

যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত। বিএনপি জোট সরকারের একাংশ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নামে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে বোমা মেরে হত্যা করছে। ধর্মীয় উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত মুসলমান সাংসদ কর্তৃক গঠিত সংসদে অনুমোদিত সংবিধান ও আইন মানতে নারাজ। ধর্ম ব্যবসায়ী জামায়তি ইসলাম ও তাদের সহযোগী অন্যান্য ধর্মীয় উগ্রবাদীরা ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পায়তাড়া করছে এবং ক্ষমতার হালুয়া-রুটি ভোগের আশায় লুটেরা মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেনীর সংগঠন বিএনপি উগ্রবাদীদেরকে উৎসাহ দিয়ে চলছে।
অন্যদিকে উগ্র নাস্তিকদের মতো ধর্মীয় উগ্রবাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসাবে আখ্যায়িত করে ফতোয়া জারী করছে। কিন্তু ধর্ম ভীরু শ্রমজীবি বাঙ্গালীর কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো ”যার যার ধর্ম তার তার, রাষ্ট্র সবার”, অর্থ্যাৎ ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্র সমষ্টিগত বিষয়।
ব্যক্তিগত বিষয় সমালোচনা বা কটাক্ষ শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করে, ফলে শোষক ও শাসকদের অনুপ্রবেশ ঘটে। আলোচ্য এই শোষক, শাসক ও তাদের অনুগ্রহ প্রার্থীরা চায় না যে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকুক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তারা সংগ্রাম করুক।
অর্থনৈতিক শোষণকে ক্যামুফ্লেজ করে ধর্ম ভীরু শ্রমজীবি মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। শোষণের শিকার দারিদ্র মানুষকে বুঝানো হয় আল্লাহর আইন ছাড়া সামাজিক অনাচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যাবে না। স্বার্থবাদীদের প্রচারে এবং অর্থ লোভে গুটি কয়েক গরীব মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে উগ্রধর্মীয় সন্ত্রাসীতে যেমন যুক্ত হচ্ছে, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় আস্থাহীন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুসলিম বাংলায় বিশ্বাসী

(দ্বিজাতি তত্ত্বের নতুন সংস্করণ) অংশের গুটি কয়েক মানুষও উগ্রধর্মীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের Raw এর গন্ধ পাচ্ছেন। অন্যদিকে দেশ প্রেমিক, কিন্তু সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয় অজ্ঞ গুটি কয়েক নাস্তিক বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় হতাশ হয়ে চীৎকার করে ”পরাজিত বাংলাদেশ” বলে হা-হুতাশ করছে।

নিজ নিজ ধর্মের উপর আস্থা রেখেই একাত্তুরে ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙ্গালীরা দ্বিজাতি তত্ত্বের কবর রচনা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লুটেরা অংশের সহযোগীতায় এবং সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠিপোষকতায় একাত্তুরের পরাজিত শক্তি কবর থেকে উঠে আসতে সমর্থ হয়েছে। লুটেরা ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে জনতার উত্তাপ যেমন বাড়ছে, তেমনি পরাজিত শক্তি জমায়তি ইসলামের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ দ্রুত লয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ১৯৬৯ সালের মতো গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এবারও ধর্ম নিরপেক্ষ শ্রমজীবি বাঙ্গালী তার নিজ নিজ ধর্মের উপর আস্থা রেখেই পরাজিত শক্তি জামাত ও লুটেরা ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে লড়বে। অতএব হতাশ হওয়ার কিছু নাই।

সেতারা হাশেম ১২/০৮/০৫